গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার স্থান	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ
সভার তারিখ	:	০২/১২/২০১৫।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব এবং এ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং টীমের আহ্বায়ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' -তে রক্ষিত আছে।

০২। উল্লেখ্য, গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখের সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী মৎস্য সম্পদ রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩) সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিভিন্ন সংস্থার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪) মৎস্য সম্পদ ও একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫) সমুদ্র ও নদীর মোহনা এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬) সমুদ্রের কাছাকাছি/নিকট দূরত্বে জেগে উঠা চরসমূহকে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মাধ্যমে একত্রীকরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭) সন্দীপ এলাকায় ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা যাবে কিনা এবং ক্রস ড্যাম নির্মাণ করলে ভোলা জেলায়-এর কোন প্রভাব পড়বে কীনা সে বিষয়ে স্টাডি করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮) বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলংকা-মালদ্বীপ এই চারটি দেশের সমন্বয়ে সী ক্রুজের/কোস্টাল ট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নৌ প্রটোকল, আইন ইত্যাদি রিভিজিট করা যেতে পারে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

৯) বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।	মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
১০) বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করতে হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত বরগুনা জেলায় শিপ বিল্ডিং এবং শিপ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়
১২) সমুদ্র বন্দর থেকে নদীপথে কন্টেনার পরিবহন করতে হবে যাতে মহাসড়কের ওপর চাপ কম পড়ে।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৩) সমুদ্র বন্দর থেকে গ্যাস আহরণের সময় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে। গভীর ও অগভীর সমুদ্রের তেল গ্যাস ব্লকসমূহ কোন একক কোম্পানীর নিকট লীজ দেয়া যাবে না। দেশের জনগণের কল্যাণ ও জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তেল গ্যাস আহরণের জন্য ব্লক লীজ দিতে হবে।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
১৪) দেশের সমুদ্র সীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়।
১৫) কক্সবাজার-টেকনাফ ৪(চার) লেন বিশিষ্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। মেরিন ড্রাইভ এবং সাগর তীরের মধ্যে কোন হাইরাইজ ভবন নির্মাণ করা যাবে না।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৬) কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর হয়ে পতেঙ্গা পর্যন্ত যাতায়াতের লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণের বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১৭) প্রতি বছর রুটিন করে আমাদের নদীগুলো ড্রেজিং করতে হবে। নদী শাসন ও নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে।	ক) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও খ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়।
১৮) নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের প্রেক্ষিতে আইন, বিধি এবং প্রটোকলে কী পরিবর্তন করতে হবে তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ পরীক্ষা করে পদক্ষেপ নেবে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

০৩। ওয়ার্কিং টীমের আহ্বায়ক (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম এফেয়ার্স ইউনিটের সচিব) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ সংক্ষেপে সভায় উপস্থাপন করেন।

০৪। **সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :**

(ক) Blue Economy বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তর স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং তদানুযায়ী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী জানুয়ারি, ২০১৬ -এর প্রথম সপ্তাহে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মশালার আয়োজন করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা বিষয়টি সমন্বয় করবেন।

(খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমুদ্র সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্র সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক কোর্স শুরুর বিষয়ে সচিব, মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স -এর পরামর্শক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -এর সাথে সমন্বয়পূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করবে।

(গ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অর্জিত সমুদ্র সীমা এলাকায় সমন্বিত সার্ভে ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষণোত্তর প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে অবহিত করবে।

(ঘ) অর্জিত সমুদ্র সীমায় নিরাপত্তা রক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিএসবি, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ -এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে আগামী সপ্তাহে পৃথক সভা আহ্বান করা হবে।

(ঙ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ-কে 'সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি'-তে কো-অপ্ট করা হ'ল।

০৫। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়